গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির এপ্রিল, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৪ এপ্রিল ২০২২
সভার সময়	সকাল ১০.০০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্রম	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.১	**মার্চ, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**	মার্চ, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২.২	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:**		
	নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। মার্চ, ২০২২-এ ৮ হাজার ৪৩৩টি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ১৬৬ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	১)আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, কতগুলো অভিযান পরিচালনা করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অভিযান পরিচালনা করা যাবে না, যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে; এছাড়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক কতটি অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে তার মাসওয়ারি হিসাব পৃথকভাবে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২)মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্ঠির লক্ষ্যে	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভা:গ প্রধান।**

	মার্চ, ২০২২-এ ৪৭১টি মাদকবিরোধী সভা/ সেমিনার/অপারেশনকালে বক্তৃতা, ৫০টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার ও ৮১,১৭৩টি লিফলেট/স্টিকার/পোস্টার/ডিসপ্লে ষ্ট্যান্ড বিতরণ করা হয়েছে। মার্চ, ২০২২-এ ১৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা/মাদকবিরোধী টিভিসি প্রদর্শন করা হয়েছে। সমন্বিত এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ঢাকা বিভাগে, ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সিলেট বিভাগে, ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে ও ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে রাজশাহী বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সংবলিত দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় ৫৯ হাজার ২৭৫টি PVC অ্যাম্বুশড পোস্টার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জনবহল/দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎপাদন সামগ্রী মোড়কের উপরে মাদকের ভয়াবহতা সংবলিত শ্লোগান অনুমোদনের জন্য ২০ মার্চ ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উঠান বৈঠকে মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে; ৩)জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের চাহিদা হ্রাস, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে যুক্ত করে দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে; ৪)মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে, নিউরোলজিকেলসমস্যা (স্নায়ু রোগ) তৈরি হয়; এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। ৫)মাদকবিরোধী স্লোগান/ছবি কিংবা প্রনোদনামূলক (মোটিভেশনাল) কন্টেন্টসমূহ সহজ-সরল ভাষায় প্রস্তুতপূর্বক প্রচার করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। ৬)পাঠ্যপুস্তকের জন্য ইতিপূর্বে প্রণীত মাদকবিরোধী শ্লোগান/কনটেন্টস ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, এ সকল শ্লোগানে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ডাক্তার/বিশেষজ্ঞদের মতামত

		যথাযথভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে কি-না; কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত সংশোধনের উদ্দ্যোগ নিতে হবে । ৭)পানির বোতল, টিস্যু বক্সে, চিঠির খামে, শিশু-কিশোরদের বইয়ের পেছনে বা ফোন কলের সামনে মাদকবিরোধী স্লোগান/ছবি কিংবা প্রনোদনামূলক (মোটিভেশনাল) কন্টেন্ট যুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): **মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।** ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের বিশেষজ্ঞ দলটির সাথে অধিদপ্তরের চাহিদা ও বিশেষজ্ঞ দলটির কর্মকৌশল নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসনকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ও পুনর্গঠনের জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি নিরাময় কেন্দ্রের জন্য ১০ একর জমি নির্বাচন করার জন্য পুনরায় অতিরিক্ত পরিচালকদের পত্র দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা হতে চাহিত তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিভাগ হতে 'ডোপটেস্ট বিধিমালা-২০২১'	১)Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ ডিপিপি অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে, ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত নেই, এমন কোন কাজ/ইকুইপম্যান্ট সংগ্রহ/প্রয়োগ করা যাবে না এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পকাজ শেষ করতে হবে; ৩)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের বেলায় সাফারি পার্কের কনসেপ্ট চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ পর্যাপ্ত খোলা-মেলা জায়গার ব্যবস্থা থাকবে; যেখানে পুকুর, খেলার মাঠ ও প্রচুর পরিমাণ গাছ-পালা থাকতে হবে; ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরুপভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। ৪)ডোপটেস্ট প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
<td>৫)ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল)
বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

৬। মানুষের শরীরে কোন নির্দিষ্ট মাদকের উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষার নামকরণ ‘ডোপটেস্ট’ নামটি যথার্থ কি-না তা সংশ্লিষ্ট ডাক্তার/বিশেষজ্ঞ-এর মতামত নিয়ে একটি প্রতিবেদন এ মাসের মধ্যে সচিব বরাবর দাখিল করতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-৩ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।-প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া’র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ (তেইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।</td>
<td>১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-৪(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫,স্থান:রমনা, ঢাকা):সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।জানুয়ারি, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২২-এর অভিযান নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>জানুয়ারি, ২০২২</td><td>৯,১৫১</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি, ২০২২</td><td>৭,৮৭২</td></tr>
<tr><td>মার্চ, ২০২২</td><td>৮,৪৩৩</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>২৫,৪৫৬</td></tr>
</table>
মার্চ, ২০২২-এ সারাদেশে ৪০টি সিসাবারে অভিযান পরিচালনা করা হয়;তন্মধ্যে ৩৯টি সিসাবারের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।</td>
<td>১)প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন সিসাবার হতে স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হবে, কোন বারে সিনথেটিক ড্রাগ ব্যবহার করা হয় কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে-৩টি নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, ১টি পরীক্ষা করাতে হবে, ২টি নমুনা সংরক্ষণ করতে হবে;

২)যেসকল সিসাবার বন্ধ আছে মর্মে জানানো হয়েছে, তা আদৌ বন্ধ আছে কি না সে বিষয়ে পরিদর্শন করে সচিব বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩)সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	নির্দেশনা-৫ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। অনুসরণ করা হচ্ছে। মার্চ, ২০২২-এ ৭৫টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	১)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইন্সেসে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদিসহ একটি স্বয়ংসম্পন্ন চেকলিষ্ট প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে গতানুগতিক পরিদর্শন না প্রকৃত সমস্যা/গ্রে-এরিয়া চিহ্নিত করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৬ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সিসিডিএসি-এর মধ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ ৪র্থ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১)মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক একইভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :**		
	নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯ স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।-প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ১৫.১১.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন করিয়ে আনতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প'র ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরে চলমান। ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। নির্দেশনা মোতাবেক তালিকা প্রস্তুত করে ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে ফায়ার স্টেশন/স্থাপনার সংখ্যা উল্লেখ করে প্রকল্পের নামকরণ করা যাবে না; ২)দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪)ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৫)চলমান ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কাজ দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**
নির্দেশনা-৩(তারিখ-২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।- প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' অধিগ্রহণকৃত ১০০.৯২ একর জমি ০৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক এ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-৪ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)। আংশিক বাস্তবায়িত। অন্যান্য কার্যক্রম চলমান।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান। যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ বরাবর ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুরাতন গাড়ির ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার যেন পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	১)স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনকালে প্রত্যেক ইউনিট থেকে যেন কিছু জনবলকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করা হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এ কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২)বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩)পুরাতন গাড়ির ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার যেন পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য সিলিন্ডার পরিবর্তনের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠান সেই সিলিন্ডার জমা নিবে এবং পুরাতন সিলিন্ডার বিনষ্ট করতে হবে, বিনষ্ট করার প্রক্রিয়াটিও যেন দ্রুত চূড়ান্ত করা হয় তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে নিশ্চিত করতে হবে। ৪)যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ-এর সাথে সভা করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৬ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হবে তার তালিকা পাওয়ার পর সেসকল ইকুইপমেন্ট বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের জন্য Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২)ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত ও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয় সেগুলো ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।-নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ অধিদপ্তর কর্তৃক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের পর উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।	১)ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন তা আগামী ১ মাসের মধ্যে সে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ম্যাপিং করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২)ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-১ (তারিখ-১৭.০৪.২০১১) স্থান: মুজিবনগর, মেহেরপুর: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন (বামুন্দী-গাংনী ও মেহেরপুর:	-বাস্তবায়িত-	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-০৯.০৪.২০১১, স্থান-সিরাজগঞ্জ সদর: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তাড়াশ ও কামারখন্দ-বাস্তবায়িত)।-জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর চাহিত ১,১৮,২২,৭৩৮/৪০ (১ কোটি ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৩৮ টাকা ৪০ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়।উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	১)চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়টি নিয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করে মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩(তারিখ-৩১.০৩.২০১১)স্থান: ময়মনসিংহ সদর: ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	-বাস্তবায়িত-	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪:সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	-বাস্তবায়িত-	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ (তারিখ-০৬.০৫.২০১০) স্থান:বরগুনা সদর: বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	-বাস্তবায়িত-	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৬ (তারিখ-২৭.০৪.২০১০) স্থান:চাদঁপুর সদর: চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন-(মতলব দক্ষিণ-বাস্তবায়িত)।- ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে।	১)চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ (তারিখ-০৬.০৩.২০১০) স্থান:কুড়িগ্রাম সদর: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।- ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম-এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **(ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর-বাস্তবায়িত)**	১)ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-০৩.০৫.২০০৯) স্থান:টুঙ্গিপাড়া-৩: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে। (টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর-বাস্তবায়িত।	-বাস্তবায়িত-	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**কারা অধিদপ্তর :**		

নির্দেশনা-১(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৪ জন অচল, অক্ষম ও দীর্ঘদিন জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দির মুক্তির তালিকা ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং জিও জারি করা হয়েছে। কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পের র পিইসি সভা ০৯ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি ১১.৭৫%, জামালপুর জেলা কারাগার নির্মাণকাজের অগ্রগতি ১.৫৩% ও নরসিংদী জেলা কারাগারের অগ্রগতি ২৫%।	১)কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ২)ময়মনসিংহ ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৪)জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি আ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন IIFC-এর মাধ্যমে প্রণয়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক IIFC কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে IIFC কর্তৃপক্ষের সাথে ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১)পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করে এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৪ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯,স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।– কারাগারে বর্তমানে 5 জন চিকিৎসক প্রেষণে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে সাময়িকভাবে ৯০ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।	১)কারা হাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমজোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২)মেডিকেল ইউনিট গঠনের বিষয়ের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) কর্তৃক সচিব-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা:বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। ২,২৪৫টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা বর্তমানে ২,০৬৮ জন (০১ মার্চ ২০২২)।	১)উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**
নির্দেশনা-৬(তারিখ:২৩.১২.২০১৪,স্থান:গাজীপুর সদর): কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। (আংশিক বাস্তবায়িত) -ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ই এন সি) বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।	১)গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশা'র ভেটিংসহ এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান:রমনা, ঢাকা: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
<table>
<tr><th>মোট কারারক্ষী</th><th>প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী</th><th>বিবেচ্যমাসে চলমান প্রশিক্ষণ</th><th>অবশিষ্ট</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৮,৭৩২</td><td>৪,৪৯৩</td><td>--</td><td>৪,২৩৯</td><td>প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান</td></tr>
</table>
</td>
<td>১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৮ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা, ঢাকা: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। *কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (বাস্তবায়িত)। তবে, এদ্বিষয়ে একটি মামলা চলমান।-কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণ (বাস্তবায়িত)। সিভিল রিভিশন নং-২৪০৯/২০১৯-এর রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-মী উলেন মিলস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-১১৯৯/২০২১ দায়ের করা হয়েছে। কার্যতালিকায় এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি।</td>
<td>১)মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিংসহ তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিশ্রুতি-১(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান-রমনা, ঢাকা: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।</td>
<td>বাস্তবায়িত</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিশ্রুতি-২(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।-১৪,২২৭ সংখ্যক জনবল সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে জনবলের প্রস্তাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২৩.১১.২০২১, ০৬.১২.২০২১, ০৪.০১.২০২২ ও ১০.০২.২০২২ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)'র সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</td>
<td>১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিশ্রুতি-৩(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন IIFC এর মাধ্যমে প্রণয়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক IIFC কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে IIFC কর্তৃপক্ষের সাথে ২২.০৩.২০২২ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার আলোচনা/সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম চলছে।</td>
<td>১)২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	প্রতিশ্রুতি-৪(তারিখ: ১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।-জেল কোড সংশোধনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে;	১)কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে:	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।- দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৫ হাজার ৮৭৬ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬(তারিখ: ১০.০৪.২০১৬) স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। মেয়াদ-জুন,২০২২। কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	১) কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭: কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। টেলিটক কর্তৃপক্ষ ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তরে খসড়া প্রস্তাবনা প্রেরণ করেছেন। টেলিটক কর্তৃপক্ষ তাদের সংশোধিত প্রস্তাবনা দাখিল করেছেন, যা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ অধিদপ্তরে পাওয়া গেছে।-পাইলট প্রকল্প হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একটি অপারেটিং পদ্ধতি (SOP)-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	১)কারাবন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২) নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন করার সময় বন্দির সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফোন বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :**		

নির্দেশনা-১ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান: সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। ই-ভিসা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান [Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) ও SITA, জার্মান কোম্পানী Veridos এবং ফ্রেঞ্চ কোম্পানী Thales Group]-এর প্রস্তাবের তুলনামূলক প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২৬.০৯.২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১০ জানুয়ারি ২০২২ যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-টিপি রেভিনিউ বাজেট থেকে একটি ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কি-না সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও বাজার দর যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে। দরপত্র আহ্বান করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১৫টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে; এছাড়া, ১. মানামা (বাহরাইন), ২. জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), ৩. অটোয়া (কানাডা), ৪. ওয়ারশ (পোল্যান্ড), ৫. টরেন্টো (কানাডা), ৬. কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া), ৭. সিংগাপুর (সিংগাপুর), ৮. দোহা (কাতার), ৯. হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ১০. থ্রিপলি (লিবিয়া) ও ১১.হেগ (নেদাল্যন্ড), ১২. ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া), ১৩. কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)-এ শীঘ্রই ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হবে। আরও ১৯টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ভুমি বরাদ্দ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরে-বাংলা নগর-এর প্লট নম্বর এফ-১৪/বি-এর ০.১৬৫ একর জমি ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ডিআইপি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত জমির চারপাশে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্লট নম্বর এফ-১৪/বি-এর পার্শবর্তী এফ-১৪/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	১)ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২)বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-২(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। কেরাণীগঞ্জে, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক-এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৫৮৬ শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়,গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-১ হতে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পাওয়া গেছে। উক্ত ডিপিপি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০১৪.১৬.০০১.১৭.১২৫

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৮
০৯ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব